তারিখ 04 DEC 2005
পৃঃ ৪২ কলাম ২

দৈনিক
ইনকিলাব

মাদ্রাসা শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধে আলেম সমাজকে আরো বলিষ্ঠ হতে হবে

—এ এম এম বাহাউদ্দীন

নোয়াখালী অফিস ঃ বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীন বলেছেন, দেশে চলমান বোমাবাজির জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা দায়ী নয়। মাদ্রাসা থেকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী বের হয় না, মানুষ হত্যার লোক তৈরী হয় না বরং মাদ্রাসা হচ্ছে সৎ নাগরিক গড়ার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। তাই প্রচারমাধ্যমে ইসলামকে যথাযথভাবে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধে আলেম সমাজকে আরো বলিষ্ঠ হতে হবে। জঙ্গীবাজ ও বোমাবাজদের মুখোশ উন্মোচনে আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখগণকে ইলেকট্রনিক্স

-১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

আলেম সমাজকে আরো বলিষ্ঠ হতে হবে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

মিডিয়াতে বক্তৃতা-বিবৃতির সুযোগ দিতে হবে। জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থার উন্নতি সম্ভব। জনাব বাহাউদ্দীন বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষকরা আগের তুলনায় সুযোগ-সুবিধা বেশী ভোগ করছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কল্যাণে। বর্তমান মাদ্রাসার শিক্ষক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহের সমাধানই হচ্ছে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের একমাত্র লক্ষ্য। রাজনৈতিক সাইনবোর্ডের কারণে মাদ্রাসা সংগঠন হারিয়ে গেলে তার পরিণাম হবে মাদ্রাসা শিক্ষা ও দেশের জন্য ভয়াবহ।

জনাব বাহাউদ্দীন গতকাল (শনিবার) নোয়াখালী পৌর হলে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছিন নোয়াখালী জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। জেলা জমিয়ত সভাপতি হযেরত মাওলানা ওহিদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহজাহান, ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন, মাওলানা আবদুর রহমান। প্রধান বক্তা ছিলেন জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় মহাসচিব মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী। কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা মোঃ ইউনুছ, বিশেষ বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব ও দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক কবি মাওলানা রুহুল আমীন খান। বক্তব্য রাখেন, আঞ্চলিক জমিয়তের সভাপতি মাওলানা আবদুল কুদ্দুছ ভূইয়া, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক সেক্রেটারী মাওলানা আনম সামছুল আলম চৌধুরী, চট্টগ্রাম জমিয়াতের সেক্রেটারী মাওলানা আবুল বয়ান হাসেমী, কুমিল্লা আঞ্চলিক জমিয়াতের সেক্রেটারী মাওলানা আলী হোসাইন, জমিয়াতুল কওমিয়ার সভাপতি মাওলানা আবদুর রহমান, জেলা জামে মসজিদের খতীব মাওলানা ছিদ্দিকুর রহমান, খেলাফত মজলিসের সভাপতি মাওলানা হারুনুর রশিদ, মাওলানা শফিক উল্লা (মেজ হুজুর), ইশা আন্দোলন জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা নজির আহমদ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

জনাব বাহাউদ্দীন বলেন, আলেম-ওলামারা মর্যাদা রক্ষায় আলেমদের সোচ্চার হতে হবে। দেশ ও ইসলামের বিরুদ্ধে এবং আলেম-ওলামারা বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে তা মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ইনশাআল্লাহ ইসলাম বিরোধীদের এসব অপপ্রচার বুমেরাং হতে বাধ্য। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষকে যারা রাজনীতির সাথে একীভূত করতে চায় তাদের মনে রাখতে হবে ক্ষমতা কারো জন্য স্থায়ী নয়। দেশে ৮০ লক্ষাধিক মাদ্রাসা ছাত্র রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দ্বীন ইসলাম ও ছাত্রদের স্বার্থে মাদ্রাসা শিক্ষকদের রাজনীতির সাথে জড়ানো উচিত নয়। রাজনীতির খায়েশ পূরণ করার লক্ষ্যে যারা মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়ে রাজনীতি করে তারা কখনো কামিয়াবী হতে পারবে না। তিনি বলেন, আমার পিতার আদর্শ হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষা ও শিক্ষকদের উন্নতির জন্য কাজ করা। আমিও আমার পিতার আদর্শ বাস্তবায়নে সচেষ্ট রয়েছি। আমার নেতৃত্বের কোন খায়েশ নেই।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ সাহজাহান এমপি বলেন, দৈনিক ইনকিলাব হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মূর্তপ্রতীক। এদেশের মাদ্রাসাগুলোও ইসলামের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ঐক্যবদ্ধ নই। আমরা বর্তমানে মহাসংকটে। ভবিষ্যৎ নিয়েও আমরা শঙ্কিত। ইসলামের নামে জঙ্গীবাদের কাজ করে ইসলামকে দোষারোপ করা হচ্ছে। এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ইসলামের সঠিক ধারণা জনগণকে দিতে হবে। তিনি বলেন, ইসলামকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে হলে ঐক্যের বিকল্প নেই। ইসলামের নামে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এবং দেশের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে তার বিরুদ্ধে আলেম ওলামাগণকে সোচ্চার হতে হবে। দৈনিক ইনকিলাব ভবিষ্যতেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশা রাখি। স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীর সাথে একমত পোষণ করে মোঃ সাহজাহান এমপি বলেন, আমরা মুসলমান দাবী করলেও নামাজ পড়ি না। যাকাত আদায় করি না। একজন ভাল মুসলমানই একজন ভাল নাগরিক। আর এজন্য সত্যিকার ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, বোমাবাজ আর সন্ত্রাসের মূল কারণ হচ্ছে দরিদ্রতা। দরিদ্রতার

এজন্য মাদ্রাসা শিক্ষা দায়ী নয়। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের উন্নতিতে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা আবদুল মান্নান এর বিকল্প নেই উল্লেখ করে বলেন, জনাব বাহাউদ্দীনও একজন যোগ্য সংগঠক।

জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় মহাসচিব মাওলানা শাব্বির আহমদ মোমতাজী বলেন, ১৯৭৬ সালে মাওলানা আলহাজ্ব আবদুল মান্নান জমিয়াতের সভাপতি হওয়ার পর আমরা পেয়েছি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বেতন ও চাকরিবিধি। তাঁর অসুস্থার কারণে আমরা জনাব বাহাউদ্দীনকে দায়িত্ব গ্রহণে আহ্বান জানানোর একবছর পর তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পর প[...] নেতৃবৃন্দকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে[...] তারপরেই একটি মহল ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নে[...] এদের ব্যাপারে মাদ্রাসা শিক্ষকদেরকে সত[...] থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি অনতিবিলম্বে স্ব[...] আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার, কওমী মাদ্রাস[...] সরকারী স্বীকৃতি এবং প্রতি জেলায় একটি মহি[...] কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার দাবী জানান।

দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক জমিয়াতের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক মাওলানা রু[...] রুহুল আমিন খান বলেন, নোয়াখালী হচ্ছে [...] আরব। গোটা বাংলাদেশে যারা ইসলামের আলো জ্বালিয়েছে তারা হচ্ছেন, নোয়াখালীর আলে[...] ওলামা। জমিয়তের কারণেই মাদ্রাসা শিক্ষক বিশ টাকার স্থলে ১৫ হাজার টাকাও বেত[...] পাচ্ছেন। আর এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিক[...] রেখেছেন যিনি তিনি হচ্ছেন আলহাজ্ব মাওলা[...] আবদুল মান্নান। তিনি বলেন, মসজিদের [...] মাদ্রাসাকেও রাখতে হবে পবিত্র। আর এক[...] মাদ্রাসাগুলোকে দলীয় রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হতে দেয়া যাবে না। মাদ্রাসায় রাজনীতি হতে দিলে তা হবে মাদ্রাসা ধ্বংসের নামান্তর। আশি বছরের ঐতিহ্যবাহী সংগঠনটির বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের ব্যাপারে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যারা সংগঠন থেকে বেরিয়ে গেছে ভুল ভেঙ্গে তাদেরকে আবার সংগঠনে ফিরে আসার জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান।

অত্যন্ত সুশৃংখল পরিবেশে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে মেহমানদের জেলা জমিয়ত ও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। দৈনিক ইনকিলাব নোয়াখালী আঞ্চলিক অফিসের পক্ষ থেকে সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার আনোয়ারুল হক আনোয়ার প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। অনুষ্ঠান শেষে জেলা জমিয়তের পক্ষ থেকে ১৪ দফা প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। পরে বিশ্ব শান্তি, মুসলিম জাহানের উন্নতি এবং বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা এম এ মান্নানের রোগ মুক্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন ফেনী জেলা জমিয়ত সভাপতি মাওলানা আবদুল কুদ্দুছ।

পরে দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক নোয়াখালী জেলা জামে মসজিদে আছরের নামাজ আদায় করেন। এ সময় জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি ও জামে মসজিদ খতিব মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান তাকে অভ্যর্থনা জানান। নামাজ শেষে জনাব বাহাউদ্দীন জেলার ঐতিহ্যবাহী জামে মসজিদের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন। বিকেলে নোয়াখালী সার্কিট হাউসে প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রাজনৈতিক কর্মকর্তা, সাংবাদিক সহ বিভিন্ন পেশাজীবীর সাথে চা-চক্রে মিলিত হন। এ সময় নোয়াখালী পুলিশ সুপার এ কে এম সহিদুর রহমান পিপি এম, চৌমুহনী পৌর চেয়ারম্যান এডভোকেট আবদুর রহিম, ইসলামী ঐক্যজোটের সেক্রেটারী মাওলানা রুহুল আমিন চৌধুরী, জামে মসজিদের খতিব মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান, বিটিভির প্রতিনিধি এ কে এম খোরশেদ, প্রথম আলোর জেলা প্রতিনিধি সামছুল হাসান মীরন, দৈনিক সংগ্রামের জেলা প্রতিনিধি ডাঃ বোরহান উদ্দিন, সাবেক এম এন এ মরহুম মাওলানা আবদুল হাই এর দৌহিত্র ও বিশিষ্ট ঠিকাদার নাছির উদ্দিন আহমদ, দৈনিক ইনকিলাবের বেগমগঞ্জ উপজেলা সংবাদদাতা সাইফুল্যাহ কামরুল, চাটখিল প্রতিনিধি এম দিদার উল আলম, সেনবাগ প্রতিনিধি ফখরুল ইসলাম, কোম্পানীগঞ্জ প্রতিনিধি আনোয়ার তোহা, লক্ষীপুর জেলা প্রতিনিধি হোসাইন আহমদ হেলাল, রায়পুর প্রতিনিধি হারুনুর রশিদ প্রমুখ।